পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রেসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

আহ্‌মদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৫ শে আষাঢ়, ১৩৮১ বাংলা : ৩০শে জুন ১৯৭৪ ইং : ৮ ই জমাঃ সানীঃ, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
o সুরা আল-লাহব এর সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
o মুসলমান কে ও তাহার অধিকার	৩	আহমদ সাদেক মাহমুদ
o অমৃতবাণী : "তোমরা আল্লাহর স্ব হস্ত রোপিত বিজ বিশেষ'	৮	হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদঃ এ এইচ, মোঃ আলী আনওয়ার
o গুরুত্ব পূর্ণ ভাষণ : শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা	৯	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, মোঃ আলী আনওয়ার
o পাকিস্তানে সাম্প্রতিক আহমদী বিরোধী দাঙ্গা সম্পর্কে বাংলাদেশের খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকার মতামত	১৪	
o দৈনিক বাংলা		
o দৈনিক ইত্তেফাক		
o নফল এবাদতের জন্য হযরত আকদাস (আইঃ)-এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তহরীক	২২	

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা :
১৫ই আষাঢ়, ১৩৮১বাং : ৩০শে জুন, ১৯৭৪ইং : ৩০শে এহ্‌সান, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সূরা আল-লাহব

॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫)

আজ পাশ্চাত্য জাতিগুলি পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে। তাহাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং আবিষ্কার সমূহ দেখিয়া সকলই অবাক। তাহারা নিজেরাও ঐ সব বিষয়কে তাহাদের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে। আজ প্রত্যেক দেশের দৃষ্টি তাহাদের দিকেই উঠিতেছে এবং প্রত্যেক প্রকারের জ্ঞানের উৎস হিসাবে তাহাদের দেশগুলিকেই মনে করা হয়। মোসলমানদের সেই সকল রাষ্ট্র, যাহাদের নাম শুনিয়াই দুনিয়া কাঁপিয়া উঠিত, যাহাদের নিকট পাশ্চাত্য দেশের লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত, যাহাদের ঘোড়া সেই দেশগুলিকে পদদলিত

করিয়াছিল, আজ তাহারা চতুর্দিক হইতে সংকীর্ণ হইয়া সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়াছে।

আজ মুসলমান নিরাশ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা মনে করে যে, ইসলাম আজ আছে ত কাল নাই। পাশ্চাত্য দেশগুলির উন্নতি ও শক্তি দেখিয়া মুসলমান নৈরাশ্যের শিকারে পরিণত হইয়া বলে যে, ইসলামের এখন আল্লাহ্‌ই রক্ষক, বাহ্যতঃ তাহার পুনঃ রায় উন্নতি করার কোন সম্ভাবনা নাই। কেননা এক দিকে তাহার শত্রুরা তাহার রাজনৈতিক শক্তি শেষ করিয়া দিয়াছে এবং অন্যদিকে ইসলামের অনুসারীগণ নিজেরাই ইসলামকে বিদায় দিয়াছে। তাহারা পাশ্চাত্য দেশগুলিকে ইমাম জ্ঞান করিয়া তাহাদের অনুসরণ ও অনুকরণকেই গর্বের বিষয় বলিয়া মনে করিতেছে এবং তাহারা ইহা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা যে কেতাব পূর্ণ ও পরিণত জীবন-বিধান হিসাবে প্রদান করিয়াছেন, উহা এজন্য নহে যে, তাহা অপরের পথ প্রদর্শনের মুখাপেক্ষী হউক বরং এজন্যই যে, মানব জাতি উহার আলোকে আলোকিত হউক এবং উহার অনুসরণ করিয়া দ্বীন ও দুনিয়াতে উপকৃত হউক।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অধঃপতন এবং পাশ্চাত্য জাতি সমূহের বিপুল উন্নতি সাধিত হওয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ, কেননা রসুল করীম (সাঃ) এই সংবাদগুলি আজ হইতে তের শত বৎসর পূর্বে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং এত বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন যে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়। মনে হয়, যেমন সিনেমার ফিল্ম দেখান হয়, তেমনি তাঁহাকে সেই সকল অবস্থা দেখান হইয়াছিল, অতঃপর সেই সকল অবস্থা দুনিয়াতে দৃশ্যমান হওয়াতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতাই প্রমাণ হইতেছে, কেননা এই বিপুল গায়েবের এল্‌ম আলেমুল-গায়েব খোদাতায়ালা না জানাইলে কেহ অবহিত হইতে পারে না। সুতরাং ইসলামের এই দুর্বলতা এবং অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমাদের উদ্বিগ্ন ও নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। কেননা ইসলামের অধঃপতন সম্বন্ধে যে খোদা খবর দিয়াছিলেন, সেই খোদাতায়ালার তরফ হইতে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আর একটি খবরও দেওয়া হইয়াছে এবং উহা এই যে ইসলাম পুনরায় উন্নতি করিবে এবং তাহার দুশমনের উপর বিজয় লাভ করিবে।

হাদিসাবলী হইতে জানা যায় যে যখন দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা বিস্তার লাভ করিবে এবং ইসলাম দুর্বল হইয়া যাইবে তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইসলামের হেফাজতের জন্য মসিহ্ মওউদকে প্রেরণ করিবেন। তিনি পূর্ব দিক হইতে আবির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার আগমনের পর দাজ্জাল ধ্বংস হইবে। তখন মুসলমানদের নিকট জাগতিক শক্তি থাকিবে না কিন্তু মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর জামাত দোয়া এবং তবলীগের

(৭-এর পাতায় দেখুন)

মুসলমান কে
ও তাহার অধিকার

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

"এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে তাহাকে বলিও না যে, তুমি মোমেন নও, (নতুবা ইহা বুঝা যাইবে যে) তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করিতেছ।"

(সুরা নেসা : রুকু ১৩)।

প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থাবলীতে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী ঃ

১। হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন হটাৎ শুভ্র পোশাক পরিহিত ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশ বিশিষ্ট এক ব্যাক্তি তথায় আগমণ করিলেন। তাঁহার অবয়ব ও পরিচ্ছদে কোথাও কোন সফরের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল না। আমাদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি হযরতের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার জানুদ্বয় হযরতের জানুদ্বয়ের নিকটবর্তী করিয়া এবং হস্তদয় তাঁহার হস্তদ্বয়ের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মোহাম্মদ! ইসলাম কি, আমাকে বলুন। হযরত বলিলেন, ইসলাম এই : এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল নামাজ কায়েম করা, যাকাৎ আদায় করা, রমজানের রোজা রাখা এবং সফরের সুযোগ ও সামর্থ্য থাকিলে আল্লাহর ঘর কাবা শরীফের হজ করা।" নবাগত লোকটি বলিলেন, 'আপনি সত্য বলিয়াছেন।' তাহার প্রশ্নে এবং সত্য সমর্থনে আমরা অবাক হইলাম। আবার লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইমান কি, তাহা আমাকে বলুন।' হযরত বলিলেন, 'আল্লাহকে, তাঁহার ফেরেস্তাগণকে, তাঁহার ধর্মগ্রন্থ সমূহকে, তাঁহার রসুলগণকে এবং তকদীরের ভাল ও মন্দকে বিশ্বাস করা।'

---উক্ত প্রশ্নকারী চলিয়া গেলে হযরত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'হে ওমর! প্রশ্নকারী কে, তাহা কি জানিতে পারিয়াছ?' আমি বলিলাম, 'আল্লাহ ও তাঁহার রসুল উত্তম জানেন।' তখন তিনি বলিলেন, 'তিনি জিব্রাইল, তিনি তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন।'

(বোখরী ও মুসলিম)

১। হযরত ইবনে ওমর (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে; হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর স্থাপিত—(১) এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার দাস যে, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাৎ আদায় করা, (৪) হজ

করা এবং (৫) রমজানের রোজা রাখা।'

৩। হযরত ওসামা বিন যায়েদ হইতে বর্ণিতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ) আমাদিগকে জুহায়না গৌত্রের মরুস্থানের দিকে (শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে) প্রেরণ করিলেন। আমরা প্রত্যুষে তাহাদের প্রস্রবনে তাহাদিগকে গিয়া নাগাল পাইলাম। আমি এবং একজন আনসারী তাহাদের এক ব্যাক্তির পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। যখন আমরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম, সে বলিয়া উঠিল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। ইহা শুনিয়া আমার আনসারী সাথী তাহার উপর আঘাত হানিতে বিরত হইলেন কিন্তু আমি তাহাকে বর্ষাঘাত করিয়া হত্যা করিয়া ফেলিলাম। মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলে উক্ত ঘটনার কথা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট জানান হইল। ইহাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ওসামা! সেই ব্যক্তি 'কলেমা' পড়িয়া নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও কি তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ?" আমি উত্তর করিলাম যে, "হে আল্লাহর রসুল! সে নিজের জীবন রক্ষার জন্য অস্ত্রাঘাতের ভয়ে ঐরূপ বলিয়াছিল।" তখন হযরত বলিলেন, "তুমি কেন তাহার অন্তর চিরিয়া দেখিলে না যে, সে উহা আন্তরিকতার সহিত বলিয়াছিল, কিংবা মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল?"

হুজুর (সাঃ) উক্ত বাক্যটি বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ওসামার মনে হইল, হায়! তিনি যদি আজই মুসলমান হইতেন। (বোখারী, দয় খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী পৃঃ ৬১২)।

৪। হযরত মেকদাদ বিন আমর (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ তিনি বদরের যুদ্ধে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর সহিত অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন কাফের ব্যক্তির সহিত যদি আমার যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধাবস্থায় সে তরবারীর আঘাতে আমার হাত কাটিয়া ফেলে, অতঃপর সে ভীত হইয়া আমার নিকট হইতে বাঁচিবার জন্য একটি বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বলে, আমি খোদার উদ্দেশ্যে মুসলমান হইলাম, তাহা হইলে তাহার এই উক্তির পর আমি তাহাকে হত্যা করিব, কি না? হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিলেন, "তাহাকে তুমি হত্যা করিবে না।" মেকদাদ বলিলেন 'হে আল্লাহ্র রসুল! সে আমার হাত কাটিয়া দিয়াছে এবং উহার পর সে ঐ কথা বলিয়াছে। হুরজু (সাঃ) বলিলেন, 'তুমি তাহাকে কখনও হত্যা করিবে না। যদি তাহাকে তুমি হত্যা কর, তাহা হইলে তুমি তাহাকে হত্যা করার পূর্বে যে মর্যাদার অধিকারী ছিলে, সে তোমার সেই মর্যাদার আসন লাভ করিবে এবং তুমি তাহার স্থানে চলিয়া যাইবে, যেখানে সে তাহার উক্ত কথা বলার পূর্বে ছিল।'

(বোখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী)।

৫। হযরত তারিক বিন উসাইম (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে: আমি রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি বলিয়াছে—আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই এবং আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা করা হয়, তাহাদিগকে সে অস্বীকার করে, সে তাহার জান:ও মালের নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে। আর অবশিষ্ট তাহার হিসাব আল্লাহ্র জিম্মায়।"

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

৬। হযরত আনাস বিন মালেক- হইতে বর্ণিত: হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাই করা জীবের মাংস খায়, সে মুসলমান। তাহার নিরাপত্তার দায়িত্বভার আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের উপর। সুতরাং আল্লাহ্র এই দায়িত্ব-ভারের অবমাননা করিও না, উহাকে তুচ্ছ করিও না এবং উহার মর্যাদাহানী করিও না।" (বোখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুস সালাত, পৃঃ ৫৬)

৭। হযরত আবু জার (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত: হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "যদি কেহ অন্যের বিরুদ্ধে ফাসেক অথবা কাফের হওয়ার অভিযোগ দেয়, তাহা হইলে উহা তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ না হয়।"

৮। হযরত আবু জার (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত: হযরত রসুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, "যদি কেহ অন্যকে কাফের বলিয়া আখ্যা দেয় অথবা তাহাকে আল্লাহ্র দুশমন বলে এবং প্রকৃতপক্ষে সে তাহা না হয়, তাহা হইলে সেই আখ্যাদানকারীর উপর তাহার প্রদত্ত আখ্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" (মুসলিম)

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ

"যাহারা কেবলার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ে, আমরা তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাফের বলি না।"

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"যদি কাহারও মধ্যে কুফুরির সত্তরটি কারণ থাকে, আর একটি মাত্র ঈমানের, তাহা হইলে আমরা তাহার উপর কুফুরির ফতুয়া প্রয়োগ করিতে পারি না।"

স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি ইসলামের দাবী করে অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করে এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়ত স্বীকার করে, সে ব্যক্তি মুসলমান।" (Mohammedon law Vol II)

কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার অভিমত

মুসলিম লীগের 'লাহোর কনফারেন্সে' মৌঃ আবদুল হামেদ বাদাইউনি আহ্মদীদিগকে অমুসলমান আখ্যা দেওয়ার মতলবে প্রস্তাব পেশ করিতে চাহিলে পাকিস্তানের কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না তৎক্ষনাৎ উহাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন এবং এই নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে,

"যাহারা কলেমা তাইয়েবা পাঠ করে এবং নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা মুসলমান।"

(ক) পাকিস্তানের লাহোর হাইকোর্টের রায়

১৯৬৮ ইং সনের কথা, আহমদীদিগকে কাফের সাব্যস্ত করার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে একটি বিশেষ মহলের পক্ষ হইতে একটি মোকদ্দমা খাড়া করা হইয়াছিল, যাহা শোরেশ কাশ্মীরির মোকদ্দমা নামে খ্যাত। ২৯শে অক্টোবর ১৯৬৮ ইং তদানিন্তন পঃ পাকিস্তান হাইকোর্ট উক্ত মোকদ্দমার যে রায় দিয়াছেন তাহা শোরেশ কাশ্মীরি তাঁহার নিজের পত্রিকা "সাপ্তাহিক চাটান" এ নিম্নরূপ উদ্ধৃত করেনঃ—

"কোন মুসলমানকে কেহ ইসলাম হইতে খারিজ সাব্যস্ত করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। পাকিস্তান সংবিধান আহমদীদিগকে পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে অধিকার দিয়াছে যে, তাহারাও ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে। আইনমত আহমদীগণকে অন্য কেহ তাহাদের এই অধিকার (দাবী) হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। যদিও অন্যান্য ফেরকার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে তাহাদের মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি আহ্‌মদীগণ ইসলামের এমন ভক্ত অনুসারী যে, অন্যান্য ফেরকার মত তাহারাও দাবী করিতে পারে যে, তাহারা মুসলমান।"

(খ) মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় ঃ—

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট Justice Field এবং Justice Krishna রায় দিয়াছেন যে, "একজন মুসলমান আহমদী আকায়েদ (ধর্মবিশ্বাস) কবুল করিলে মুরতাদ হইয়া যায় না, পরন্তু আমার রায় এই যে, The Ahmadis are only a reformed sect of Mohammedans."

অর্থাৎ আহমদীগণ মোসলমানদের একটি সংশোধিত ফেরকা মাত্র।"

(A.I.R. Madra I923 P. I7I)

(গ) পাটনা হাইকোর্টের রায় ঃ—

"যদিও আহ্‌মদীদের সহিত ধর্মের কয়েকটি বিশেষ বিশ্বাসে গোঁড়া মোসলমানদের সঙ্গে মত-পার্থক্য রহিয়াছে, তথাপি আহমদীগণ মুসলমান।.....আহ্‌মদীগণ ইচ্ছা করিলে যে কোন মসজিদে প্রবেশ করিতে পারে।"

(Patna Law Journal, V II, P. I03)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেন;

"আমি আল্লাহ্ তায়ালার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি কাফের নহি। 'লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' —কলেমায় আমি বিশ্বাসী এবং 'ওয়া লাকির রসুলাল্লাহে ওয়া খাতামান নবীয়ীন'—আয়েত অনুসারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আমার ঈমান আছে। খোদা'তালার যত পবিত্র নাম আছে, কুরআনের যত অক্ষর আছে এবং আল্লাহতালার সমক্ষে

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর যে পরিমাণ কামালিয়ত রহিয়াছে, আমি এই বিবৃতির সত্যতা প্রমাণের জন্য সেই পরিমাণ শপথ গ্রহণ করিতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনার বিরুদ্ধে আমার কোন আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস নাই। যে কোন ব্যক্তি এরূপ ধারণা রাখে উহা তাহার নিজেরই ভুল। যে এখনও আমাকে কাফের বলিয়া মনে করে এবং কাফের বলিতে বিরত হয় না, সে যেন নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখে যে, মরণের পর তাহাকে ইহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।"

(কেরামাতুস সাদেকিন—পৃঃ ২৫)

শেষ কথা

কুরআন, হাদিস ও বুজুর্গানে-উম্মত এবং গন্যমান্য মুসলিম চিন্তাবিদ ও নেতাগণের অসংখ্য সুস্পষ্ট উক্তি এবং অগণীত যুক্তি-প্রমাণের মধ্য হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাত্র কয়েকটি উপরে উদ্ধৃত করা হইল। উহাদের আলোকে খোদা ভীরুতা, ন্যায়পরায়নতা ও সততার সহিত এ বিষয়ে সকলের বিবেচনা করা উচিত যে, আল্লাহ্‌র এবাদতে ও কুরআন ও সুন্নতের অনুসরণে উৎসর্গীকৃত, বিশ্ব-ব্যাপী ইসলামের খেদমত এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার সেবায় আত্ম-নিবেদিত একটি নিছক ধর্মীয় সম্প্রদায়—আহ্‌মদীয়া জামাতকে এক শ্রেণীর লোকের কাফের আখ্যা দেওয়া এবং পবিত্র ইসলামের নামে তাহাদের জান, মাল ও ইজ্জতের উপর বর্বর ও বন্য পশু হইতেও হিংস্রতর আক্রমণ চালান ও তাহাদের মসজিদ ও লাইব্রেরীতে রক্ষিত কুরআন ও হাদিসের পুস্তক পদদলিত করিয়া মসজিদ সহ পুড়াইয়া ধুলিসাৎ করা এবং এইসব কার্যকলাপের পৃষ্ঠপোষণ যে ভাবে সম্প্রতি দুর্ভাগ্য বশতঃ এক মাত্র ইসলামী সংবিধান ধারী হওয়ার দাবীদার পাকিস্তানে সংঘটিত হইতেছে, তাহা কাহার বিবেক সঙ্গত বলিবে?

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

তফসিরের অবশিষ্টাংশ

(২য় পাতার পর)

মাধ্যমে কাজ করিয়া যাইবে এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ (প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৃহৎ শক্তিবর্গ) আসমানী আযাবে ধ্বংস হইবে। অতঃপর ইসলামকে আল্লাহ্‌তায়ালা জয়যুক্ত করিয়া দিবেন এবং তিনি জগতকে বলিবেন যে তোমার বরকত তোমার মধ্যে ফিরিয়া আসুক। অন্ন উপজীবিকা মানুষের জন্য যথেষ্ট হইবে। লোভ-লালসার বিলুপ্তি ঘটিবে। মানুষ জড়বাদীতার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতার দিকে পুণঃ মনোনিবেশ করিবে। ইসলাম পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। (ক্রমশঃ)

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

তোমরা খোদার স্ব-হস্ত-রোপিত এক বীজ বিশেষ

"তোমাদের জন্য খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের মাঠ জন-শূন্য। সকল জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। যদ্বারা খোদাতায়ালা সন্তুষ্ট হন তৎপ্রতি জগদ্বাসীর কোন লক্ষ্য নাই। যাহারা পূর্ণ উদ্যম সহ এই দ্বারাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের সদ্‌গুণের পরিচয় দিবার এবং খোদার নিকট হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবার ইহাই সুযোগ।

কখনও মনে করিবে না যে, খোদা তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। তোমরা খোদার স্ব হস্ত-রোপিত এক বীজ বিশেষ, যাহা ভু-পৃষ্ঠে বপন করা হইয়াছে। খোদা বলেনঃ'

'এই বীজ বর্দ্ধিত হইবে, পুষ্প প্রদান করিবে, ইহার শাখা প্রশাখা সর্ব-দিকে প্রসারিত হইবে এবং ইহা মহামহীরুহে পরিণত হইবে।' সুতরাং ধন্য তাহারা, যাহারা খোদার বাক্যে ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী কালীন বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ, বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক, যেন খোদাতায়ালা তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়েতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি বিপদের সময় পদস্খলিত হইবে, সে খোদার কোনই অনিষ্ট করিবে না, তাহার দুর্ভাগ্য তাহাকে জাহান্নামে উপনীত করিবে। তাহার জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভাল ছিল; কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিবে, তাহাদের উপর বিপদের ভূমিকম্প আসিবে, দুর্ঘটনার তুফান বহিবে, জাতিগণ তাহাদের প্রতি হাস্য-বিদ্রূপ করিবে এবং জগৎ তাহাদের প্রতি উপেক্ষামূলক ব্যবহার করিবে। পরিশেষে তাহারা বিজয় লাভ করিবে এবং আশিসের দ্বার সমূহ তাহাদের জন্য উদঘাটিত হইবে।

খোদাতায়ালা আমার জামাতকে অবহিত করিবার জন্য আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এরূপ ঈমান যে, তাহাতে কোন পার্থিব স্বার্থ বা লালসার সংমিশ্রন নাই এবং সেই ঈমান, যাহা কপটতা কিম্বা ভীরুতা দুষ্ট নয় এবং উহা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর হইতে স্খলিত নয়, এমন লোকগণ খোদার প্রিয়।"

—(আল-ওসিয়ত)

গুরুত্ব পূর্ণ ভাষণ

হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)

[রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ ইং]

আহমদীয়া শত বার্ষিকী উৎসব এবং আগামী শতাব্দীর মধ্যে ইসলামের বিজয় সাধনের মহান সংকল্প অবিরাম দোয়া ও কুরবানীর মহান পরিকল্পনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিকল্পনার চতুর্থ ভাগ

এই পরিকল্পনার চতুর্থ ভাগ এই যে, পৃথিবীর কোন এলাকায় অতি শক্তিশালী একটি ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন স্থাপণ করা। সেখান হইতে দিবা রাত্রি আল্লাহ্তালার তৌহীদের গান এবং কুরআনের জ্ঞানরাশি ব্রডকাষ্ট হইতে থাকিবে। নাইজিরিয়া (পশ্চিম আফ্রিকা) সরকার আমাদের জমাআতের একটি ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা একটি ছোট ষ্টেশনের অনুমতি মাত্র। কারণ সরকার ছোট ষ্টেশনেরই অনুমতি দিতে পারিতেন। নাইজিরিয়ার আহ্মদীয়া জমাআত চেষ্টা করিতেছেন যেন বড় ষ্টেশনের অনুমতি পাওয়া যায়। এ কারণে নাইজিরিয়ার গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন করিতে হইবে। আশা করা যায়, সরকার ইহা করিবেন। খোদা করুন, এই প্রচেষ্টা যেন সফল হয়।

পরিকল্পনার পঞ্চম ভাগ

এই পরিকল্পনার পঞ্চম ভাগ এই যে, সেলসেলার মরকজে বাৎসরিক জলসা উপলক্ষে বিশ্ব ব্যাপী আহ্মদীয়া জমাআত সমূহের প্রতিনিধি দলের যোগদান। এ বছরও খোদাতালার ফজলে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক জমাআত সমূহ তাঁহাদের ওফদ বা প্রতিনিধি দল প্রেরন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যখন আহ্মদীয়ত আরো উন্নতি করিবে, তখন ইহা-পেক্ষাও অধিক ওফদ যোগদান করিবেন। সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইবে। তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থাও তাঁহাদের অবস্থানুসারে করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, এই সব ব্যবস্থার জন্যও আমাদিগকে অনেক ব্যয় করিতে হইবে। এখন ফজলে-উমর ফাওণ্ডেশন এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। মজলিসে আনসা-রুল্লাহ্, মজলিসে খুদ্দামুল-আহ্মদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহ্কেও এই প্রকার মেহ্মানগণের জন্য মেহমান-খানা তৈরী করার জন্য বলিয়াছি। আল্লাহ্তায়ালা চাহিলে এ কাজও হইয়া যাইবে। বন্ধুগণ জানেন যে, এই সকল প্রতিনিধি দলের আগমনের ফলে এ বৎসর অনেক উপকার হইয়াছে। উপকার ওফদ সমূহে সমাগত

বন্ধুগণেরও হইয়াছে, আমাদেরও হইয়াছে, সমাগত বন্ধুগণ স্বচক্ষে সালানা জলসার দৃশ্য দেখিয়াছেন। তাঁহারা জলসা উপলক্ষে একের পর এক সমাগত আহ্‌মদীগণে ভর্তি স্প্যাশাল ট্রেন সমূহ দেখিয়াছেন, নানা দেশের অধিবাসী দেখিয়াছেন এবং আমরা সকলেই পরস্পরের পরিচয় লাভ করিয়াছি। বস্তুতঃ বৈদেশিক যে সকল আহ্‌মদী বন্ধু এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের আগমন খুবই মুবারক। আমি এখানকার সব আহ্‌মদীগণের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সকলকেই আস সালামু আলাইকুম এবং খোশ আমদেদ (স্বাগতম) বলিতেছি এবং দোয়া করিতেছি যে, এই সেলসেলা ভবিষ্যতে ক্রমাগত আরও বৃদ্ধি লাভ করুক।

পরিকল্পনার ষষ্ঠ ভাগ

পরিকল্পনার ষষ্ঠ ভাগ ফটো বিনিময়। অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের তবলীগী জলসা ও কার্য্যকলাপের ফটো নিয়া এলবাম তৈরী করা এবং সব দেশেই পাঠান। দৃষ্টান্তস্থলে, আমাদের সালানা জলসার বিভিন্ন দৃশ্যের ফটোর যে এলবাম বৈদেশিক জমাআত সমূহে পাঠান হয় ঐ সবকে তাঁহারা যেন স্ব স্ব এলাকার আহ্‌মদী বন্ধু এবং জমাআতের বাহিরের লোকগণকে প্রদর্শন করেন। ঘানা, সিরালিয়ন, নাইজিরিয়া প্রভৃতি দেশের জমাআত সমূহ তাঁহাদের ফটো এখানে পাঠাইবেন, যাহা বোর্ডে লাগান হইবে। ফিজির ফটো সমূহ ইন্দুনিশিয়া যাইবে। ইন্দোনিশিয়ার ফটো সমূহ আফ্রিকার জমাআত সমূহে যাইবে।

ইহা ছাড়া আমার একটি ইহাও স্কীম যে ভবিষ্যতে যদি গভর্ণমেণ্ট কোন আপত্তি না করেন, তবে সালানা জলসা উপলক্ষে দেশ দেশান্তরের প্রতিনিধি দল তাঁহাদের জাতীয় পতাকা সঙ্গে আনিবেন। এখানে ঐ সবই একত্রে উত্থিত করা হইবে। ইহাতে সব দেশেরই পারস্পরিক পরিচয় ঘটিবে এবং আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের চেতনাও হইবে।

ফের্কা সমূহে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা

শেষে একটি বিষয় আছে। উম্মতে মুহাম্মদীয়া বহু ফির্কায় বিভক্ত প্রত্যেক ফির্কার স্ব স্ব হাদিস, রেওয়াইয়াত ও তফসীর আছে। এবাদতের তাঁহাদের স্ব স্ব তরীক আছে। কেহ জোরে আমীন বলেন। কেহ নীরবে ওষ্ঠ মধ্যে বলেন। এই প্রকার ছোট খাট বিষয় নিয়া মতবিরোধ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন ফির্কা তৈরী হয়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি যে, শুধু উচ্চ স্বরে আমীন বলা নিয়া লড়াই ঝগড়া হয় এবং উচ্চ স্বরে আমীন বলার মত ছোট কথাকে কেন্দ্র করিয়া গর্দান পর্যন্ত উড়ান হয়। ফলে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ফির্কাগুলি মনে করে যে অমুক অমুক বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ, কিন্তু কেহ ভাবে না যে, কত সব বড় বিষয়ে আমাদের ঐক্য আছে। তৌহীদে-বারী তায়ালা (মহামহিমান্বিত শ্রষ্টার একত্ব ও অংশীহীনতা) সম্বন্ধে সব সম্প্রদায়েরই ঐক্য আছে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রিসালত তথা প্রেরিত্ব সম্পর্কে ঐক্য আছে। "লা ইলাহা ইল্লাল লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"

কলেমা সম্বন্ধে সকলেই একমত। মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খাতামুন নাবীয়ীন হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত। কুরআন করীমের আজমত (মাহাত্ম) সম্পর্কে সকলেই একমত। আমি সমস্ত ফির্কাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, আমরা যখন সব বুনিয়াদী বিষয়ে একমত, এমতাবস্থায় অমৌল ও গৌণ বিষয়াদি নিয়া মত বিরোধ বা কোন শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা নিয়া মতদ্বন্দ্বিতার ফলে আমরা কেন একে অপর হইতে দূরে থাকিব? আমি তাঁহাদের সকলের নিকট আপীল করিতেছি যে, খোদার ওয়াস্তে অমৌলিক কারণে কাহাকেও দোষারোপ করিবেন না এবং শুধু কুরআন করীমের আজমত ও মাহাত্মকে উপলব্ধি করুন।

এই ষোল বৎসরে মধ্যে যাহা ১৯৮৯ সন পর্যন্ত চলিবে, সব ইসলামী ফির্কাকে আমরা ঐকান্তিক আজেযী, মহব্বত ও হামদরদী—আমাদের বিনয়, প্রেম ও সহানুভূতি সহকারে এই পয়গাম দিতে থাকিব যে, যে সব বিষয়ে আমাদের মধ্যে ঐক্যমত, ঐগুলিতে ঐক্যবদ্ধ কর্ম হওয়া চাই—যথা ইসলামের বর্ণিত তৌহীদ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রিসালত ও আজমত এবং কুরআন করীমের অত্যুচ্চ শান বিষয়ে।

আড়াই কোটি টাকার মুতালেবা

আহমদীয়া জমাআতের হে মুখলিসগণ, জশনের এই পরিকল্পনা যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এই পরিকল্পনার যাবতীয় কাজ স্ব স্ব স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব কাজ আমরা সকলে সম্মিলিত ভাবেই করিতে পারি। আপনারা হয়ত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস সালামের নিকট বয়আত করার সময় ধর্মকে পার্থিব যাবতীয় বিষয়ের উপর (দ্বীন কু দুনিয়া পার মুকাদ্দম) প্রাধান্য দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং সেই খোদা যিনি আপনাদিগকে ধন শক্তি দিয়াছেন এবং আহমদীয়তের বরকত দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম আপনাদের নিকট দাবী করিতেছে যে, এই সব কাজকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য আগামী ষোল বৎসরের মধ্যে আপনাদের কুরবানীর মান বৃদ্ধি করুন এবং বৃদ্ধি করিয়াই চলুন, যে পর্যন্ত না সমগ্র দুনিয়ার ধর্ম ইসলাম হয় এবং সমগ্র দুনিয়া মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকা তলে সমবেত হয়। ইতিপূর্বেও আপনারা কুরবানী করিয়াছেন। আল্লাহ্-তায়ালা তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সাহায্য-সহায়তায় জমাআতকে অসাধারণ উন্নতি দান করিয়াছেন এবং ইহাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসারিত করিয়াছেন। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী। তন্মধ্যে আপাততঃ আগামী ষোল বৎসরে এই পরিকল্পনানুযায়ী কার্যানুবর্তী হউন। এই পরিকল্পনা আপনাদের নিকট ২॥ কোটি টাকা দাবী করে। আমি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের উপর আস্থা এবং আমার প্রিয় জমাআতের কুরবানীর ভরসায় মনে করি যে, ২॥ কোটি

কি, জমাআত ইনশাআল্লাহ, পাঁচ কোটি; বরং অধিক টাকা জমা দিবে। কারণ আমি দেখিয়াছি, ইতিপূর্বে যে সকল তহ্‌রীক আমি জমাআতের সম্মুখে রাখিয়াছি, তাহাতে অনুমান অপেক্ষা অধিক টাকা জমা হইয়াছে। সুতরাং আমার চিন্তা নাই যে আড়াই কোটি টাকা কিরূপে সংগৃহীত হইবে, আমি আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলের উপর একীন রাখি। তিনি এই মহা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য আসমান হইতে তহ্‌রীক করিবেন। তিনি জমাআতকে এমন আন্তরিকতা ও সুক্ষ্মদর্শীতা দান করিবেন যে তাঁহারা এই পরিকল্পনানুযায়ী কার্যানুবর্ত্তী হইবেন, বরং আমি একীন রাখি যে, তাঁহার ফেরেশতাগণ এই পরিকল্পনাকে পূর্ণতা দিবে।

এই প্রসঙ্গে আমি জমাতভুক্ত বন্ধুদিগকে বলিতেছি যে, এই সকল কুরবানীর ফলে আমাদের হৃদয়ে তকব্বুরী বা অহঙ্কার না জন্মে। বরং আল্লাহ্‌তায়ালার এই এহ্‌সানের কদর করা চাই যে তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহে আমাদের জমাআতকে এই কাজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তাঁহার ধর্মের খেদমতের সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার ফজল ক্রমে আমাদের কুরবানী কবুল করুন। এই পরিকল্পনার সব কিছুই যেন অত্যুত্তম রূপে ফল হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ঐ সকল ওয়াদা ও সুসংবাদ শীঘ্র পূর্ণ হয়, যাহা তিনি মসিহ্ মওউদ আলাইহেস সালামকে দিয়াছেন। ঐ সকল সুসংবাদের মধ্যে একটির সম্পর্কে হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস সালাম বলিয়াছেন :

"আমি সব সময় এই চিন্তায় আছি যে, আমাদের ও খৃষ্টানদের মধ্যে কোন প্রকারে ফয়সালা হউক। আমার দেল মুর্দা-পরস্তির ফিৎনার কারণে খুন হয়। আমার প্রাণ আশ্চর্য সংকোচ-গ্রস্ত। ইহাপেক্ষা অধিক অন্য কোন মনঃকষ্ট কিসে হইতে পারে যে, একজন দুর্বল মানুষকে খোদার স্থান দেওয়া হয় এবং এক মৃত্তিকা মুষ্টিকে রাব্বুল-আলামীন (সর্ব জগতের স্রষ্টা ও পালন কর্তা) মনে করা হয়? আমি কবেই এই শোকে প্রাণ ত্যাগ করিতাম, যদি আমার মাওলা, আমার প্রভু, আমার বিচারকর্তা! তুমি আমাকে, এই বলিয়া সান্ত্বনা না দিতে যে, অবশেষে তৌহীদের জয় হইবে! গায়ের মাবুদ (অ-উপাস্য) ধ্বংস হইবে। মিথ্যা খোদা উহার (কল্পিত) ঈশ্বরত্বের অজুদ হইতে কর্তিত হইবে। মরিয়মের উপাস্য সূচক জীবনের অবসান হইবে এবং তাহার পুত্রেরও মৃত্যু সুনিশ্চিত। সর্বশক্তিমান কাদের খোদা বলেন : আমি ইচ্ছা করিলে মরিয়ম ও তাহার পুত্র ঈসা এবং পৃথিবীর সব অধিবাসীকে ধ্বংস করিতে পারি। সুতরাং এখন উভয়েই মরিবে। কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং ঐ সমুদয় দুষ্ট প্রতিভারও মরন হইবে, যাহারা মিথ্যা খোদাগুলিকে গ্রহণ করিত। নূতন জমিন হইবে এবং নূতন আসমান হইবে। ঐ দিন সন্নিকট, যখন সত্যের প্রভাকর পশ্চিম

দিক হইতে উদিত হইবে এবং ইয়ুরোপ সাচ্চা খোদার সন্ধান পাইবে। অতঃপর তাওবার দরোজা বন্ধ হইবে। কারণ যাহারা প্রবেশ করিবে, তাহারা মহাবেগে প্রবেশ করিবে। শুধু তাহারাই বাকী থাকিবে, যাহাদের হৃদয়ের কপাট স্বভাবতঃ বন্ধ এবং যাহারা আলোক ভালবাসে না, আঁধারকে ভালবাসে। ইসলাম ছাড়া সব ধর্মের অবসান সন্নিকট। সব অস্ত্র ভঙ্গ হইবে। কিন্তু ইসলামের আসমানী অস্ত্র ভাঙ্গিবেও না, ভোতাও হইবে না, যে পর্যন্ত দাজ্জালিয়তকে ছিন্ন ভিন্ন না করে। সেই সময় সন্নিকট, যখন খোদার সাচ্চা তৌহীদ, যাহা মরু জঙ্গলবাসীও এবং যাবতীয় শিক্ষাদীক্ষা হইতে গাফিল ব্যক্তিগণও তাহাদের মধ্যে অনুভব করে, দেশ সমুহে বিস্তার লাভ করিবে। সেই দিন কোন কৃত্তিম প্রায়শ্চিত্ব বাকী থাকিবে না এবং কোন কৃত্রিম খোদাও থাকিবে না। খোদার একই হাত (প্রসারণে) কুফরের সব চেষ্টা-চরিত্র পণ্ড করিবে। কিন্তু কোন তলোয়ার দ্বারা নয়, কোন বন্দুক দ্বারাও নয় বরং যোগ্য আত্মাদিগকে আলোক প্রদত্ত হইবে, পবিত্র হৃদয় গুলিতে এক নূর অবতীর্ণ হইবে। তখন এই সব কথা যাহা আমি বলি, বোধগম্য হইবে।"

[তবলীগে রিসালাত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮]

ইসলামের প্রাধান্য লাভের সম্পূর্ণ কাজ স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার হাতে সমাপিত হইবে এবং আল্লাহ্তায়ালার একই শক্তিমান জ্যোতির্বিকাশে সব জয় লাভ হইতে পারে। তারপর, আল্লাহ্তায়ালার ইহা কত বড় অনুগ্রহ যে, এই মহান মুজাহেদায় তিনি আপনাদিগকে অংশী করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই হুজুরে নত হও এবং প্রকাশিত ও লুক্কায়িত—যাহেরী ও বাতেনী সব প্রতীমা ভাঙ্গিয়া দূর কর। তোমাদের কামেল ও জিন্দা খোদার উপর সম্পূর্ণ ইমান রাখ, যিনি পৃথিবীতেই তাঁহার মুমেন, তাঁহাতে আস্থাবান বান্দাগণের সফলতার জান্নাত সৃষ্টি করেন, শত্রুর সব আঘাত ব্যর্থ করেন। তিনি ঐ সমস্ত আগুনই ঠাণ্ডা করিয়া দেন, যাহা তাঁহার সেলসেলার বিরুদ্ধে জ্বালান হয়! তিনি তাঁহার মাহ্দী ও মসিহ মওউদকে দ্বীনে ইসলামের খেদমত এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আজমতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তোমাদিগকে রূহানী অস্ত্র দান করিয়াছেন। তোমরা তাঁহারই দিকে দেখ। তাঁহার হইয়া যাও। তাঁহারই ধর্মের জন্য ক্রমাগত কুরবানী করিয়া যাও। তাঁহার রহমত তোমাদিগকে তাঁহার আবেষ্টনে তুলিয়া লইবে। তাঁহার সাহায্য সর্বদা তোমাদের পশ্চাতে থাকিবে। এ হেন প্রিয় খোদার আঁচল জোরে ধর। তিনি তোমাদিগকে প্রশান্তি দিবেন এবং তোমাদের জন্য জান্নাতের দরোজা খুলিবেন, ইনশা-আল্লাহ্।

[বদর (কাদিয়ান), ৩১ | ১ | ৭৪ইং]

অনুবাদ: এ, এইচ, আলী আনওয়ার।

"আল্লাহর রজ্জুকে জমাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর
এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না' —আল-কোরআন

পাকিস্তানে আহ্‌মদী বিরোধী দাঙ্গা সম্পর্কে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার অভিমত

পাকিস্তানে সাম্প্রতিক আহমদী বিরোধী দাঙ্গার মাধ্যমে পাকিস্তানের ধর্মান্ধ আলেম সম্প্রদায় এবং উগ্র জনগণ যে নগ্ন ও ন্যাক্কার জনক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে, সে সম্পর্কে আমাদের দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কঠোর ভাষায় নিন্দা ও সমালোচনা করা হইয়াছে। বন্ধুদের অবগতির জন্য আমরা কেবলমাত্র দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকের দুইটি অভিমত উপস্থিত করিলাম। আমাদের দেশের সাংবাদিক ও পত্র-পত্রিকার নিরপেক্ষ ও উদার মনো- ভাবের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকেই অভিনন্দন জানাই। —(সম্পাদক)

(১)

দৈনিক বাংলা, ঢাকা

১৬ই জুন, ১৯৭৪ ইং

ধর্মান্ধতার পরিনাম

(সম্পাদকীয়)

"পাকিস্তানে ধর্মীয় দাঙ্গা এক চরম পর্যায়ে উপনীত। এই মানবতাবিরোধী সর্বনাশা কর্মকাণ্ডের ফলে ইতিমধ্যেই সেখানে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছেন। সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতিও সাধিত হয়েছে। দাঙ্গা যেভাবে দেশের প্রধান প্রধান শহরে ছড়িয়ে পড়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আরও মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

সেখানকার একশ্রেণীর ধর্মান্ধ ফ্যানাটিকেরা যেভাবে ধর্মের জিগির তুলে রক্তস্রোত বইয়ে দেবার অমানবিক আত্মঘাতী উৎসাহে মেতে উঠেছে, তাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন হওয়াই আশংকা। কারণ, ধর্মীয় আবেগ, গোঁড়ামী ও কুসংস্কারকে সম্বল করে যারা জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে চায়, তারা এতে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই গোঁড়া ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের প্রকাশ্য উস্কানী এবং প্রত্যক্ষ অংশ-গ্রহণের ফলে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে বহু মূল্যবান জীবনের অবসান ঘটেছে। উল্লেখ্য, ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানে অতীতেও এই ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের প্ররোচনায় এ ধরনের ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ এবং ব্যপক দাঙ্গা হয়েছে। ফলে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে, বিপুল সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। রাজনৈতিক সুযোগ-সন্ধানী, ধর্মীয় গোঁড়ামীকে জাগিয়ে তুলে নিজেদের মতলব হাসিলে তৎপর, সেই ফ্যানাটিকেরাই আবার পাকিস্তানে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে ধর্মের নামে শুরু হয়েছে ধর্মবিরোধী অমানবিক হত্যাযজ্ঞ।

দুঃখের বিষয় এই ধর্মান্ধরা ধর্মের মহান উদার মানবিক আদর্শকেই ভূলুণ্ঠিত করার হীন তৎপরতায় লিপ্ত। ধর্মের নামে ভ্রাতৃঘাতী ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এক মহান ধর্মের এই তথাকথিত অনুসারীরা সেই মানবধর্মের বিশ্বজনীনতা ও উদার সহনশীলতার আদর্শকেই

যেন খাটো করার অপচেষ্টায় মেতেছে। অথচ যে বিশ্বজনীন উদার মানবধর্মের অনুসারী বলে এরা নিজেদের দাবী করে, সেই শ্রেষ্ঠ ধর্মের সহনশীলতার শিক্ষা এই ধরনের গোঁড়ামী ও আত্মঘাতী সংঘর্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং ধর্মীয় আদর্শ এবং মানবতার খাতিরেই এই সর্বনাশা দাঙ্গা অবিলম্বে কঠোর হাতে রোধ করা অত্যন্ত জরুরী।

ধর্মের নামে ধর্মীয় গোঁড়ামীকে উসকে দেবার ফলে পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু রক্তপাত ঘটেছে। আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের ফলে বহু জাতি নেমে গেছে একেবারে ধ্বংসের অতলে। একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোক নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায়ে সব সময়েই এর পেছনে ইন্ধন জুগিয়ে গেছে। নিরীহ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগ কুসংস্কার এবং গোঁড়ামীকে ধর্মের নামে জাগিয়ে তুলে এরা মানবতার সর্বনাশ সাধন করেছে। ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিভেদ জিইয়ে রেখে, এমনকি কখনো কখনো একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুকৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করে, এরা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ উপমহাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, বিনষ্ট হয়ে গেছে লক্ষ-কোটির টাকার সম্পত্তি। আহত, রক্তাক্ত, ছিন্নমূল মানুষের আহাজারিতে বাতাস হয়ে উঠেছে বার বার ভারাতুর।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, ভ্রাতৃঘাতী ও রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্ব যাতে কোনো সুযোগেই মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই উপমহাদেশের দুটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভারত ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। বরং প্রত্যেকটি ধর্মেরই স্বীকৃতি। রাষ্ট্রের নাগরিকরা যাতে তাদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে অনুসরণ ও তার পরিচর্যা করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু উপমহাদেশের অন্যতম রাষ্ট্র পাকিস্তান—এই বিশ শতকেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শের অন্তর্ভুক্ত না করে ধর্মকেই রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার মানবিক আদর্শের বিকাশ সেখানে তেমন শিকড় গাড়তে পারছে না। রাষ্ট্রের ধর্মীয় সত্তার সুযোগে একশ্রেণীর ধর্মান্ধ সুযোগসন্ধানী লোক রাজনৈতিক ও অন্যবিধ উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায়ে ধর্মীয় আবেগকেই উসকে দিয়ে হানাহানি জিইয়ে রাখছে। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাও তারই ফলশ্রুতি।

সাধারণভাবে মানবতার এবং বিশেষভাবে এ উপমহাদেশের জনগণের স্বার্থেই এই ধর্মীয় দাঙ্গা অচিরেই বন্ধ হওয়া দরকার। অতীতে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উপমহাদেশে যে মর্মান্তিক ঘটনা ও মানবতার বিপর্যয় ঘটেছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয়া চলে না। তাই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার এই বিশবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জানা গেছে, পাকিস্তানে এই দাঙ্গা রোধ করার জন্য ভুট্টো সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই সেখানে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। আমরা আশা করবো, ধর্মান্ধ ফ্যানাটিক ও রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানীদের কোনো হঠকারী দাবীই সেখানে স্বীকৃতি পাবে না।"

(২)

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা

১৮ই জুন, ১৯৭৪ ইং

' মঞ্চে নেপথ্যে '

—স্পষ্টভাষী

২১ বছর পরে লাহোরে আবার সেই কাদিয়ানি-অকাদীয়ানী দাঙ্গা। আবার সেই মযহাবী ঝগড়া, হাঙ্গামা, হত্যাকাণ্ড এবং বাড়ীঘরে, লোকালয়ে, এমনকি উপাসনালয়ে অগ্নি-সংযোগ। ২৯শে মে পাঞ্জাবের রাবওয়ায় সংঘটিত একটি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে নাকি এই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত। রাবওয়া হইতেছে কাদিয়ানীদের প্রধান কার্যালয়। প্রকাশ, সেখানে এক কাদিয়ানী জনতা অ-কাদিয়ানী ছাত্রদের উপর হামলা চালাইলে এই হাঙ্গামা শুরু হয়। ইতিমধ্যে ইহা লাহোর ও পাঞ্জাবের এলাকা ছাড়াইয়া সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছে। ১৯৫৩ সালে লাহোরের কাদিয়ানী অ-কাদিয়ানী দাঙ্গায় সরকারী বিবরণেই দুই হাজারের অধিক লোক নিহত হইয়াছিল। আহতের সংখ্যা অনির্ণীত। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। এবারকার ক্ষয়ক্ষতি ও জীবন হানি এখনও তদ্রূপ না হইলেও এক শ্রেণীর মানুষের 'জেহাদি' উন্মাদনা যেভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে ক্ষয়ক্ষতি কোথায় গিয়া ঠেকিবে, কেউ বলিতে পারে না।

এবারের হাঙ্গামা আর একুশ বছর আগেকার হাঙ্গামার গতি প্রকৃতি একই। সেবারও কাদিয়ানীদের বর্ণিত উস্কানির জবাবে লাহোর হইতে 'খত্‌মে নবুয়াৎ' আন্দোলনকারীরা ধ্বনি তোলেন 'মীরযাইয়াৎ মুদাবাদ' 'জাফরুল্লা কো হটা দো' 'মীরযাইয়ো কো আকলিয়াৎ কারার দো'। এবারও দাবী উঠিয়াছে মীরযাই সম্প্রদায় মানে আহমদীয়া অর্থাৎ কাদিয়ানীদিগকে গায়ের-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী হইতে কাদিয়ানীদের অপসারণ করিতে হইবে। দেশব্যাপী কাদিয়ানী নেতাদের আটক করিতে হইবে। এককথায়, অমুসলিম বলিয়া ঘোষণা করিয়া কাদিয়ানীদিগকে সংখ্যালঘু জিম্মির মর্যাদা দিতে হইবে। সরকার চারদিনের মধ্যে এই সব দাবী মানিয়া না লইলে দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হইবে (আসলে ১৪ই জুন তাহা পালিত হইয়াছেও) এবং পরে প্রত্যক্ষ সংগ্রামসহ অন্যান্য কার্য-কর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও কার্যকর ব্যবস্থার তাৎপর্য কি তাহা সহজেই বুঝা যায়। এর মানে আগুন আরও ছড়াইয়া পড়িবে। ফ্যানাটিসিজমের আগুনে চতুর্দিক ছারখার হইবে। ১৯৫৩ সালে শেষ পর্যন্ত লাহোর সামরিক শাসন জারি করিতে

হইয়াছিল। এবারও লাহোর, করাচী, পিণ্ডী, পেশোয়ারের রাজপথে সামরিক বাহিনী নামানো হইয়াছে। এটাই পাকিস্তানে আরেক দফা সামরিক শাসন ডাকিয়া আনিবে কিনা, কে জানে?

একুশ বছর আগেও রাজনৈতিক দলগুলি যে চরিত্রের পরিচয় দিয়াছিল, এবারও তাহার চাইতে কিছু ভিন্ন চরিত্রের পরিচয় দিতেছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৫৩ সালের দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্তের জন্য নিযুক্ত বিখ্যাত মুনীর কমিশন তাঁহাদের সুদীর্ঘ রিপোর্টে বহু দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোন রাজনৈতিক দলই সেই হাঙ্গামাকালে আদর্শবাদী রাজনৈতিক চরিত্রের পরিচয় দিতে পারে নাই। বরং ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কে কত বেশী ব্যবহার রিতে পারে তাহার নির্লজ্জ প্রতিযোগীতা চালাইয়াছে। মুনীর কমিশন দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে, তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল এ ব্যাপারে এক মাশায়েখ কমিটি (ধর্মনেতাদের কমিটি) নিযুক্ত করিয়া এমন সব লোককে উহার সদস্য করেন, যাঁহাদের অন্য দিক দিয়া যত নামই থাকুক, অন্ততঃ ধার্মিকতার নাম নাই। তবু অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে তাঁহাদিগকে বিরাট ধর্মীয় নেতা ও ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যক্তি হিসাবে তুলিয়া ধরার জন্য কমিটির প্রচারপত্রে তাঁহাদের নামের আগে-পিছে লাগানো হইয়াছে বিরাট বিরাট ধর্মীয় খেতাব। মামদোতের খান ইফতেখার হোসেন খানের খেতাব লেখা হইয়াছে পীর মামদোত শরীফ, সরদার শওকৎ হায়াত খানের পরিচয় লেখা হইয়াছে সাজ্জাদ নশীন, ওয়াহ শরীফ নওয়াব মোহাম্মদ হায়াত কোরেশীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সাজ্জাদ নশীন সারগোদা শরীফ, মালিক ফিরোজ খাঁ নূনের নামের শেষে লেখা হইয়াছে 'দরবারে সারগোদা শরীফ' এবং কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ইব্রাহীম আলি চিশতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ফাজিল-ই হিন্দ সাজ্জাদনশীন, পায়সা আখবার শরীফ। মুনীর কমিশনের রিপোর্টের ২৫৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে যে কৌতুকপ্রদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া হাস্য সংবরণ করা সত্যই কঠিন। কমিটি লিখিয়াছেন যে, সেই উত্তেজনা পূর্ণ পরিবেশে অজ্ঞ অশিক্ষিত, সরলমনা ধর্ম প্রাণ জনগণকে সবাই আপন আপন দলে ভিড়াইতে ব্যস্ত ছিলেন। কত বেশী উত্তেজক ও উন্মাদনা সৃষ্টিকারী কথা বলিয়া জনসাধারণকে নিজেদের দলে অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করা যাইবে সে দিকেই সকলের লক্ষ্য। দেশের কি হইল সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। একুশ বছর পর আজও দেখা যায় অশিক্ষিত সরল প্রাণ মানুষের ভাবাবেগ ও উন্মাদনার সুযোগ গ্রহণ করিতেই রাজনীতিকরা সদা সচেষ্ট। দেশ জাহান্নামে যাক, তাতেও আপত্তি নাই।

১৯৫৩ সালের পাঞ্জাবের কাদিয়ানী-অকাদিয়ানী দাঙ্গা তদন্ত উপলক্ষে মুনীর-কমিশন উভয় পক্ষের শ্রেষ্ঠ আলেম বা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ

ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে মওলানা আবদুল হামিদ বাদায়ূনী, মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মওলানা আবুল আলা মওদূদী, মুফতী মোহাম্মদ ইদরিস, হাফিজ কিফায়েৎ হোসেন, মওলানা আবুল হাসানাত মোহাম্মদ আহমদ কাদরী, মওলানা আহ্‌মদ আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী কান্দালবী প্রমুখ বিখ্যাত আলেম ছিলেন। কমিশনের সদস্যদ্বয় (জাষ্টিস মুনীর ও জাষ্টিস কায়ানী) এঁদের প্রত্যেকের কাছে মুসলিম-এর সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যেকের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরিয়া সওয়াল হয়। প্রত্যেকেই আপন আপন জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা অনুসারে 'মুসলিম'-এর সংজ্ঞা প্রদান করেন। কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের ২১৮ পৃষ্ঠায় এতদসম্পর্কে লিখিয়াছেন :

"আলেমদের উপস্থাপিত বিভিন্ন সংজ্ঞা সম্বন্ধে আমরা কোন মন্তব্য করিতে চাই না, শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, এই মৌল প্রশ্নে কোন দুইজন আলেমকেও অভিন্ন মত প্রকাশ করিতে দেখিলাম না। আলেমগণ যেমন নিজ নিজ সংজ্ঞা (এবং প্রত্যেকের সংজ্ঞা প্রত্যেকটি হইতে ভিন্ন) দিয়াছেন, আমরাও যদি সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে আমাদের নিজস্ব সংজ্ঞা পেশ করি, আর তা আলেমগণের সংজ্ঞা হইতে ভিন্ন হয়, তবে নিঃসন্দেহেই আমরা তাঁহাদের সর্বসম্মতিক্রমে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইব। আর যদি আমরা উক্ত আলেমদের কোনো একজনের সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তবে তাঁহার বিবেচনায় আমরা 'মুসলিম' থাকিলেও বাকী প্রত্যেকের বিবেচনায় নির্ঘাৎ কাফের হইয়া যাইব।" কমিশন বলিয়াছেন যে, মুসলিম-এর সংজ্ঞার ন্যায় 'জেহাদ' 'হজরত ঈসা' (আঃ)-এর ক্রুসিফিকেশন ও তিরোভাব, মসীহ (আঃ)-এর পুনরাবির্ভাব এবং জাতীয়তাবাদ ও জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র সম্পর্কেও আলেমদের মধ্যে নানা মুনীর নানা মত। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে জাতিভিত্তিক মডার্ণ ষ্টেট শয়তানী ধ্যান ধারনা প্রসূত বা শয়তানের সৃষ্ট। আবার কেহ কেহ তদ্রূপ মনে করেন না।

জাষ্টিস মুনীর ও জাষ্টিস কায়ানী ইহার প্রেক্ষিতে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নির্মম ও কঠোর মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এইরূপই। মযহাবী মতবিরোধের উদ্ভব হয় মৌল প্রশ্ন এমনকি অপেক্ষাকৃত গৌণ প্রশ্নেও ধর্মশাস্ত্রবিশারদগণের পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা হইতে। মুনীর কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের একটি অতি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাহা এই: "কেহ বলে, তাঁহারা ছিলেন তিনজন আর চতুর্থটি ছিল তাঁহাদের কুকুর। অপরাপর বলে, তাঁহারা ছিলেন পাঁচজন, আর ষষ্ঠটি ছিল তাঁহাদের কুকুর। যার যা' ধারণা তাই বলে.....একমাত্র আল্লাই সর্বজ্ঞ।"

এটা 'সুরা কাহাফ' এর একটি আয়াত-এর সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি বা সারাংশ। কেহ কেহ

'গুহাবাসীদের সংখ্যা সাতজন এবং অষ্টম সঙ্গীটি সারমেয়' ছিল বলিয়াও মত প্রকাশ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, "বল, আমার প্রতিপালকই উহাদের সংখ্যা পরিজ্ঞাত আছেন অল্পসংখ্যক ব্যতীত অপর কেহ তাহা অবগত নহে"। ইহার পিছনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে। মানুষের জ্ঞান সীমিত। সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া মানুষ সমস্ত কিছু জ্ঞাত হইতে পারে না। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আল্লার উপর ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয়। অন্ততঃ ধর্মীয় ব্যাপারে, যেখানে মীমাংসাতীত বিতর্ক ও বহু মত বিদ্যমান সেখানে বিতণ্ডায় ব্যাপৃত হইয়া বাহুবলে আপন অভিমত অপরের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার পরিবর্তে যদি উপরোক্ত আয়াতাংশটি স্মরণ করা যায় "কুর রাব্বি আলামু বেইদ্দাতিহিম মা ইয়ায় লাহুম ইল্লা কালিল"—বল আমার প্রতিপালকই উহাদের সংখ্যা পরিজ্ঞাত আছেন—অল্পসংখ্যক ব্যতিত অপরে তাহা অবগত নহে—তবে বোধ করি আর এত সমস্যা থাকে না। ধর্মীয় বিতণ্ডা তবে আর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পর্যবসিত হইয়া পুনঃ পুনঃ এত রক্ত ঝরাইতে ও ধন-প্রাণের ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। 'লা ইক্‌হা ফিদ্দিন' ধর্মের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তির অবকাশ নাই। এতএব, নিজের মত অপরের উপর চাপাইয়া দিবার জন্য রক্তপাতের কি যৌক্তিকতা ?

আসলে ইহা গোঁড়ামী, ইহা ধর্মান্ধতা। এক শ্রেণীর লোকের এই ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অসহিষ্ণুতার দরুন মানবেতিহাস যুগে যুগে রক্তরঞ্জিত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামেও সৃষ্টি হইয়াছে বহু মাযহাব ও অসংখ্য ফেরকা। একে অপরকে বলিয়াছে কাফের ও মুরতাদ ঐক্য ও শান্তির পরিবর্তে বিভেদ ও সংঘাত। সৌভ্রাত্রের পরিবর্তে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষই দিকে দিকে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। বিশ্বমুসলিমের আজিকার এই নিদারুন দৈন্য ও অধঃপতিত অবস্থার জন্য প্রধানতঃ এই মাযহাবী বিভেদ ও আত্মকলহই যে দায়ী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ এই গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা যুগে যুগে গোটা মানব সমাজেরই অভূত অকল্যাণ সাধন করিয়াছে। ধর্মের নামে সর্বধর্মবিরুদ্ধ হানাহানি ও রক্তপাত যত হইয়াছে তত, বোধ করি আর কোন কিছুকে উপলক্ষ করিয়াই হয় নাই। এমনকি সুসভ্য ইয়ুরোপীয় সমাজেও (যথা, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে) আজও বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বিরল নহে। পাকিস্তানে কাদিয়ানী-অ-কাদিয়ানী দাঙ্গার প্রাক্কালে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ঘটিয়াছে ধর্মীয় উন্মাদনা ও অসহিষ্ণুতার আর এক বহিঃপ্রকাশ। ষ্টেটসম্যান লিখিয়াছেন যে, উহাতে বিশ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। অগ্নিসংযোগে গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে শতাধিক। প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী ব্যক্তিগত ভাবে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন না-করিলে

দিল্লীতেও আহমদাবাদের ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি হইত কিনা কে জানে? কুলদীপ নায়ার ৮ই মে-র 'ষ্টেটসম্যান'-এ লিখিয়াছেন যে, ১৯৭০ সালে সে-দেশে ৫২০টি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংঘটিত হইয়াছে। পরবর্তী তিন বৎসরে ঘটিয়াছে যথাক্রমে ৩২১, ২৪০ এবং ২৪২টি। ৯ই মে যুগান্তর এই কলঙ্কজনক ঘটনা সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'আমাদের এই দেশে এখনও গড়ে বছরে যে শ' আড়াই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে থাকে তার উৎস সন্ধানে বেরুলে দেখা যাবে অধিকাংশ সংঘর্ষের উৎপত্তি এই ধরনের সামান্য উত্তেজনা থেকেই। কাগজটি মন্তব্য করিয়াছেন, দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোও কি সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব প্রসারে সহায়তা করে না? তা না হলে এখনও মুসলমান এলাকায় মুসলমান প্রার্থী মনোনয়নের রীতি মেনে চলা হয় কেন? কুলদীপ নায়ার ডাঃ জাকির হোসেনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মওলানা আজাদের ন্যায় মানুষকেও কোন হিন্দু এলাকা হইতে নির্বাচন প্রার্থী না করিয়া 'নিরাপদ' মুসলিম এলাকা হইতে দাঁড় করানো হইয়াছে। অথচ সেকুলারিজমের স্বার্থে কংগ্রেসের উচিত ছিল তাঁকে কোন হিন্দু অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচন প্রার্থী করা। সেক্ষেত্রে উত্তীর্ণ না-হইয়া পরাজিত হইলেও তাহাতে দুঃখ থাকিত না, বরং থাকিত বিরাট গৌরব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল মুসলিম অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকা হইতে বেশ কিছুসংখ্যক অ-মুসলিম প্রার্থীকে মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলায় বিপুল ভোটাধিক্যে উত্তীর্ণ করিয়া আনিয়া বাঙ্গালী জাতির সেকুলার চরিত্রের গৌরবজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশ নতুন রাষ্ট্র হইয়াও ধর্মীয় ফ্যানাটিজম ও সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ মোচনে যতখানি সফল, হইয়াছে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত আজও তাহা পারে নাই, আর ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান ত পারেই নাই। সরকারী কঠোরতা সত্ত্বেও ভারতে আজও প্রতিবছরই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। আর পাকিস্তানে সংঘটিত হয় একই ধর্মভুক্ত সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ইহা বেদনাদায়ক কিন্তু ব্যাপারটি ততোধিক বেদনাদায়ক হইয়া দাঁড়ায় তখনই, যখন ধর্মোন্মদনা দমনে অক্ষম শাসকগণ পাকিস্তানের কাদিয়ানী অ কাদিয়ানী হাঙ্গামার দায়িত্ব চাপান তথকথিত ভারতীয় ষড়যন্ত্রকারীদের উপর, আর দিল্লী, গুজরাট আহমদাবাদের হাঙ্গামার দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টা করা হয় পাকিস্তানী চরদের উপর। আসলে এগুলি রাজনীতিকদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যা। দায়িত্ব কোথাও না কোথাও তো চাপাইতে হইবে। অতএব সরকার বিরোধীরা চাপান ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের উপর। আর সরকার চাপান অংশতঃ বিরোধীদলের উপর এবং মুখ্যতঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কল্পিত 'ষড়যন্ত্রকারীদের' উপর। পাকি-

স্তানে ১৯৫৩ সালের কাদিয়ানী-অ-কাদিয়ানী দাঙ্গায় যাহা দেখা গিয়াছে, এবারকার দাঙ্গাতে তাহাই দেখা যাইতেছে। অথচ বিজ্ঞ বিচক্ষণ ভুট্টো সাহেব বিলক্ষণ জানেন যে, কাদিয়ানী অ কাদিয়ানী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া পাকিস্তানকে দুর্বল ও ধ্বংস করার 'চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র' যদি কেহ করিয়া থাকে, তবে তাঁহারা লাহোর পিণ্ডি-করাচী-পেশোয়ার-কোয়েটাতেই রহিয়াছেন,—দেশের বাহিরে মোটেই নয়। আসল শত্রুটা হইতেছে ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা, যাহাকে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী দমন ও উৎপাটনের পরিবর্তে সাতাশ বৎসর যাবৎ সযত্নে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সৃষ্ট ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন দানবেরই আজ তাঁহারা শিকার। বিশ বছর আগে মুনীর-কমিশন তাঁহাদের ৩৮৭ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টের সর্বশেষ বাক্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "If democracy means the subordination of law and order to political ends then Allah knoweth best and we end our report. —অর্থাৎ "গণতন্ত্রের অর্থ যদি হয় আইন ও শৃংঙ্খলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অধীন বা তাঁবেদার করা, তবে আল্লাই সর্বজ্ঞ আমাদের আর কিছু বলার নাই এবং এইখানে আমরা আমাদের রিপোর্ট শেষ করিতেছি। দুঃখের বিষয় পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী রাজনীতিকগণ মুনীর-কায়ানী কমিশনের সেই চরম সতর্কবাণী হইতে আজও কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নাই। এতএব, আমিও বলি— আল্লাই সর্বজ্ঞ। একমাত্র তিনিই জানেন, এই ধর্মীয় উন্মাদনা, এই কুপমণ্ডুকতা, এই ফেরকা বাজী ও মাযহাবী হারাকিরি পাকিস্তানকে কোথায় লইয়া যাইবে।"

ইহা নিশ্চয় যে, পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদের মত তোমাদিগকেও নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে। অতএব সতর্ক রহিও, যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়। যদি আল্লহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে, তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হাত দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, শত্রুর হস্ত দ্বারা নহে। তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংস হয়, তবে আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে স্বর্গে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন। অতএব তোমরা কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। ইহা নিশ্চয়ই যে, তোমাদিগকে দুঃখ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের অনেক আশা অপূর্ণ রহিবে। কিন্তু তোমরা তাহাতে দুঃখিত হইও না। কারণ তোমাদের খোদা দেখিতে চাহেন যে, তোমরা তাঁহার পথে দৃঢ়সংকল্প কি না। তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী।

নফল এবাদতের জন্য

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তহরীক

প্রত্যেক ইংরাজী বা হিজরী শামসী সের শেষ সপ্তাহে যে কোন এক নির্দ্ধারিত নে (সোমবার বা বৃহস্পতিবার) রোযা খিবেন।

২। এশার নামাযের পর হইতে ফজরের র্য পর্যন্ত অথবা যোহরের নামাযের পর রেকাত নফল নামায পড়িবেন।

৩। দৈনিক ৭ বার সুরা ফাতেহা ড়িবেন এবং ইহার তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে ন্তা করিবেন।

৪। "সুবহানাল্লাহে ও বেহামদিহী সুবহা-ল্লাহেল আজীম, আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা ম্মাদিঁও ওয়া আলে মোহাম্মাদ"—এই দোয়া নিক ৩৩ বার পড়িবেন এবং "আস্তাগ-ফেরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লে যামবেঁও ওআতুবো ইহে" ৩৩ বার পড়িবেন।

৫। 'রাব্বানা আফরেগ আলায়না সাবরা'ও সাব্বেত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কওমেল কাফেরীন"—দোয়া ১১ বার পড়িবেন। অনুরূপভাবে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলোকা ফি নুহুরীহিম ও নউযোবেকা মিন শুরুরিহীম" —দোয়াও ১১ বার পড়িবেন।

ইহা ব্যতিরেকে নিজের ভাষায় বহুল পরিমাণে দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের নগন্য কুরবানীকে কবুল করেন এবং আমরা ইসলামের বিজয়ের রাজপথে আগে বাড়িয়া চলিতে থাকি এবং জগতকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ঝাণ্ডার নীচে জমা করিবার কাজে সফলতা লাভ করি।

এখন হইতে উনিশ শ' উনান্নব্বই সনপর্যন্ত উক্ত পদ্ধতিতে রোজা ও নফল নামাজ আদায় এবং দোয়া সমূহের পাঠ বিনা ব্যতিক্রমে জারি রাখিতে হইবে।

[সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান), ১৪ই মার্চ, ১৯৭৪ইং]

সেই খোদা অতীব বিশ্বস্ত খোদা এবং তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়-র ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জগৎ তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে চাহে এবং শত্রুগণ রপেষণ করেঃ কিন্তু খোদা, যিনি তাঁহাদের বন্ধু, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে া করেন। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। কি সৌভাগ্যশালী সেই ক্তি যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়েনা। আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাষ আনিয়াছি। মরা তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ)।"

(আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*